



নয়া মানচিত্র দেশের সীমা নির্ধারণ করে না- রণধীর

নয়াদিগ্লি: বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃত আয়তনকে তুলনামূলকভাবে সঠিকভাবে তুলে ধরতে সমান-আয়তনভিত্তিক বিশ্ব মানচিত্রের প্রক্ষেপণ ব্যবহারের পক্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবে সমর্থন জানাল ভারত। তবে একইসঙ্গে নয়াদিগ্লি স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই প্রস্তাব কোনও নির্দিষ্ট বিশ্ব মানচিত্রকে অনুমোদন করে না এবং ভারতের সার্বভৌম ভূখণ্ড ও আন্তর্জাতিক সীমানা নিয়ে ভারতের অবস্থানেও কোনও পরিবর্তন আনে না। ৪ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ‘করেস্ট দ্য ম্যাপ: রিব্যালান্সিং গ্লোবাল কার্টোগ্রাফিক রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড প্রোমোটিং ইকুইটেবল রিপ্রেজেন্টেশন অব দ্য ওয়ার্ল্ডস রিজিয়নস, পার্টিকুলারলি আফ্রিকা’ শীর্ষক প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, প্রস্তাবটির মূল লক্ষ্য হল এমন সমান-আয়তনভিত্তিক মানচিত্র প্রক্ষেপণ ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া, যেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের স্থলভাগের পারস্পরিক আয়তন যথাসম্ভব সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়। তবে জয়সওয়াল স্পষ্ট করে দেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবে কোনও নির্দিষ্ট বিশ্ব মানচিত্র গ্রহণ বা স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। একইসঙ্গে রাজনৈতিক মানচিত্র, আন্তর্জাতিক সীমানা, বিতর্কিত ভূখণ্ড কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলের নামকরণ নিয়েও প্রস্তাবটি কোনও সিদ্ধান্ত দেয় না। ভারত প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দিয়েছে। ভোটের ব্যাখ্যায় নয়াদিগ্লি সমান-আয়তনভিত্তিক মানচিত্র উপস্থাপনের নীতিকে সমর্থন করেছে। তবে ভারত

একইসঙ্গে জানিয়েছে, এই সমর্থনকে কোনও নির্দিষ্ট মানচিত্র, মানচিত্রের প্রক্ষেপণ বা কোনও দেশের জাতীয় সীমানার উপস্থাপনার অনুমোদন হিসেবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ভারতের ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে নয়াদিগ্লির অবস্থানও বিদেশ মন্ত্রক ফের স্পষ্ট করেছে। জয়সওয়াল বলেন, ভারতের সার্বভৌম ভূখণ্ড, যার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে, তা ভারতের সরকারি মানচিত্র অনুযায়ীই প্রদর্শিত হতে হবে। ভারতের ভূখণ্ডের কোনও ভুল বা বিভ্রান্তিকর উপস্থাপন গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই উদ্যোগকে ঘিরে ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। নেটিজেনদের একাংশের প্রশ্ন, ভবিষ্যতে সমান-আয়তনভিত্তিক বিশ্ব মানচিত্রের ব্যবহার বাড়লে পাকিস্তান ও চিনের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভারতের দাবিকৃত ভূখণ্ডগুলি কীভাবে মানচিত্রে প্রদর্শিত হবে? বিশেষ করে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং চিনের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভারতীয় ভূখণ্ডকে যদি কোনও আন্তর্জাতিক মানচিত্রে পাকিস্তান বা চিনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখানো হয়, তাহলে তা ভারতের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না—এই প্রশ্নও উঠছে। ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্বের অন্যতম মূল বিষয়ই হল জম্মু ও কাশ্মীরের ভূখণ্ডগত প্রশ্ন। একইভাবে চিনের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত বিরোধও দীর্ঘদিনের। ফলে মানচিত্রে ভূখণ্ডের উপস্থাপন ভারতের কাছে নিছক কার্টোগ্রাফির বিষয় নয়, এর সঙ্গে সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রশ্নও জড়িয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় পাতায়

মিশরে সারং-এর কসরৎ ধ্রুব হেলিকপ্টারে বিশেষ প্রদর্শনী দেখাবে ভারত

নয়াদিগ্লি: মিশরের এল আলামেইন আন্তর্জাতিক এয়ার শোয়ে অংশ নিতে মিশরে পৌঁছল ভারতীয় বায়ুসেনার ‘সারং হেলিকপ্টার ডিসপ্লে টিম’। ৮ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর এল আলামেইন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অনুষ্ঠিত হবে এয়ার শোয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ। বিশ্বের একমাত্র পাঁচ-হেলিকপ্টারের প্রদর্শনী দল হিসেবে পরিচিত সারং এয়ার শোয়ে নিখুঁত উড্ডয়ন, পেশাদারিত্ব এবং দক্ষতার পরিচয় দেবে। পরিকল্পিত ও সমন্বিত একাধিক আকাশকসরতের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে নিজেদের উড্ডয়ন দক্ষতা তুলে ধরবে দলটি। সারং দলের কসরতে ব্যবহৃত হয় দেশীয়ভাবে নকশা ও নির্মিত অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার ‘এএলএইচ গ্রুব’। কাছাকাছি দূরত্বে উড্ডয়ন, কঠিন বিন্যাসে উড্ডয়ন এবং নিখুঁত সমন্বয়ে আকাশকসরতের জন্য দলটি বিশেষভাবে পরিচিত। এর মাধ্যমে ভারতীয় বায়ুসেনার পাইলটদের দক্ষতা ও শৃঙ্খলার পাশাপাশি দেশের নিজস্ব মহাকাশ ও বিমান প্রযুক্তি শিল্পের সক্ষমতাও তুলে ধরা হবে। এল আলামেইন এয়ার শোয়ে সারং দলের অন্যতম জনপ্রিয় ‘ডলফিন লিপ’ কসরত প্রদর্শিত হবে। পাশাপাশি প্রথমবারের মতো

দলের নতুন কসরত স্পট স্টল টার্ন-ও প্রদর্শন করা হবে। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দর্শক ও বিমান চলাচলপ্রেমীরা এএলএইচ গ্রুবের গতি, নিয়ন্ত্রণক্ষমতা ও বহুমুখী ব্যবহারের সক্ষমতা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবেন। ভারতীয় বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই অংশগ্রহণ ভারত ও মিশরের মধ্যে

ও মহাকাশ, প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রের পেশাদাররা অংশ নিচ্ছেন। মিশরের আকাশে সারং দলের প্রদর্শন এই আন্তর্জাতিক আয়োজনে ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যুক্ত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ভারতীয় বায়ুসেনার সারং হেলিকপ্টার প্রদর্শনী দল দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার (এএলএইচ) গ্রুব নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এয়ার শোয়ে অংশ নেয়। দলটির বিশেষত্ব হল, পাঁচটি হেলিকপ্টারকে অত্যন্ত কাছাকাছি রেখে নিখুঁত সমন্বয়ে জটিল আকাশকসরত প্রদর্শন করা। গ্রুব হেলিকপ্টারের ক্ষিপ্রতা, নিয়ন্ত্রণক্ষমতা এবং দলগত উড্ডয়নের সক্ষমতা সারংয়ের প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। হেলিকপ্টারগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে দ্রুত বিন্যাস পরিবর্তন এবং সমন্বয়ে কসরত চালানোই এই দলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সারং দল পাঁচটি এএলএইচ গ্রুব নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে অংশ নেয়। এর মাধ্যমে শুধু পাইলটদের উড্ডয়ন দক্ষতা দেশীয় হেলিকপ্টার প্রযুক্তির সক্ষমতাও আন্তর্জাতিক এয়ার শোয়ে বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়।



ছাইয়ে বিধ্বস্ত ইন্দোনেশিয়া বন্ধ ৬ বিমানবন্দর- ভলক্যানিক অ্যাশ উঠল ১৫ হাজার মিটার

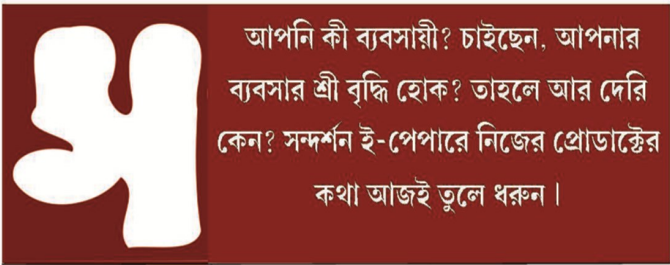
জাকার্তা: ইন্দোনেশিয়ার আনাক ক্রাকাতাউ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের জেরে রবিবার দেশের ছয়টি বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে রাজধানী জাকার্তার প্রধান বিমানবন্দর সুকর্ণ-হাত্তা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও। আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের কারণে সেখানে ৩০১টি উড়ান প্রভাবিত হয়েছে, যার মধ্যে ৫৮টি আন্তর্জাতিক উড়ান। সুকর্ণ-হাত্তা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের কারণে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছিল। এর ফলে শত শত যাত্রী বিমানবন্দরে আটকে পড়েন। বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে তাঁদের খাবার ও হালকা জলখাবার এবং হোটеле যাওয়ার জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হয়। আনাক ক্রাকাতাউ ইন্দোনেশিয়ার জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মাঝামাঝি এলাকায় অবস্থিত। শুক্রবার রাত থেকে আগ্নেয়গিরিটি অগ্ন্যুৎপাত করে চলেছে। পরিবহণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার ভোরে বিমানবন্দর এলাকায় আগ্নেয়গিরির ছাই শনাক্ত হয়। আবহাওয়া সংস্থা বিএমকেজি জানিয়েছে, আগ্নেয়গিরির ছাই জাভার দিকে প্রায় ৬,০০০ মিটার এবং সুমাত্রার দিকে প্রায় ১৫,০০০ মিটার উচ্চতায় পৌঁছেছে। জাভার বানতেন প্রদেশের কিছু এলাকাতো ছাই ছড়িয়ে পড়েছে। অগ্ন্যুৎপাতের প্রভাবে বিমান পরিষেবার পাশাপাশি স্থানীয় জনজীবনেও প্রভাব পড়েছে। শনিবার ছাইয়ের কারণে পড়ুয়া ও বাসিন্দাদের চোখে জ্বালাপোড়া শুরু হওয়ায় কয়েকটি স্কুলের কার্যক্রম বাতিল করা হয়। ছাইয়ের কারণে মৎস্যজীবীরাও মাছ ধরতে



ঘটানোর ব্যবস্থাও থাকতে পারে। সংস্থার প্রধান সুহারিয়ান্তো জানান, পর্যাপ্ত বৃষ্টি হলে আগ্নেয়গিরির ছাই দ্রুত ধুয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিএনপিবি সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে। ছাই

পড়লে মাস্ক ও চোখের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে, বাইরে যাতায়াত কমাতে, জলের উৎস ঢেকে রাখতে এবং গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। আগ্নেয়গিরির ছাইয়ের কারণে দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে। সুন্দা প্রগালিতে ফেরি পরিষেবা অবশ্য স্বাভাবিক রয়েছে। তবে পরিবহণ মন্ত্রক জাহাজগুলিকে আনাক ক্রাকাতাউয়ের জ্বালামুখ থেকে অন্তত ৩ কিলোমিটার দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। ছাই ও অন্যান্য আগ্নেয় পদার্থ নির্গমনের মতো সম্ভাব্য বিপদের বিষয়েও সতর্ক করা হয়েছে। একই দিনে আনাক ক্রাকাতাউ থেকে প্রায় ৮৫০ কিলোমিটার দূরে পূর্ব জাভার মাউন্ট সেমেরুও অগ্ন্যুৎপাত করে। আগ্নেয়গিরি পর্যবেক্ষণ সংস্থা পিভিএমবিজি জানিয়েছে, সেমেরুর চূড়ার প্রায় ১ কিলোমিটার ওপর পর্যন্ত ছাইয়ের স্তম্ভ উঠেছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের জ্বালামুখ থেকে অন্তত ৫ কিলোমিটার দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। উত্তপ্ত ছাইয়ের মেঘ এবং চূড়া থেকে ১৭ কিলোমিটার পর্যন্ত লাভা প্রবাহের আশঙ্কার কথাও জানানো হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় ‘রিং অব ফায়ার’ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত নিয়মিত ঘটনা। আনাক ক্রাকাতাউ ২ জুলাই থেকে তৃতীয় সতর্কতা স্তরে রয়েছে, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সতর্কতা স্তর। সেমেরু ছাড়াও মেরাপি, লেওতোবি লাকি-লাকি এবং সিনাবুং আগ্নেয়গিরিও তৃতীয় সতর্কতা স্তরে রয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থা জানিয়েছে, বর্তমান অগ্ন্যুৎপাত থেকে তাৎক্ষণিক সুনামির আশঙ্কা নেই। তবে ২০১৮

দ্বিতীয় পাতায়



আপনি কী ব্যবসায়ী? চাইছেন, আপনার ব্যবসার শ্রী বৃদ্ধি হোক? তাহলে আর দেরি কেন? সন্দর্শন ই-পেপারে নিজের প্রোডাক্টের কথা আজই তুলে ধরুন।

Note No. 5/Sandarshan/Admin-26

Date: 26/06/2026

বিজ্ঞাপনের ধরণ	প্রতি সংখ্যা	মাসিক প্যাকেজ
১/৪ পৃষ্ঠা	₹৬০০	₹২,০০০ (৪টি প্রকাশ + ১টি ফ্রি)
১/৮ পৃষ্ঠা	₹৩৭৫	₹১,২০০ (৪টি প্রকাশ + ১টি ফ্রি)

বুকিং নীতি

- দৈনিক ট্যাবলারেড হওয়ার প্রতিটি সংখ্যার বিজ্ঞাপন স্লট সীমিত। কলে সর্বোচ্চ ১টি ১/৪ পৃষ্ঠা ও ১টি ১/৮ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে।
- বিজ্ঞাপন আসে বুকিং, আসে অগ্রাধিকার (First Come, First Served) ভিত্তিতে প্রকাশিত হবে।
- মাসিক প্যাকেজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত একদিন কিনা মূল্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে।
- বিজ্ঞাপনের ৭৫% অর্থ অগ্রিম জমা দিতে হবে।
- স্লট বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ 6294512379 @ sandarshan.magazine@gmail.com-এ।

(কাশ্মীরা লাইভ্‌জি)

প্রকাশনা, সন্দর্শন ই-পেপার



সম্পাদকীয়

দেশের অর্থনীতি এগোচ্ছে—এই দাবি এখন আর কেবল রাজনৈতিক বক্তৃতার বিষয় নয়। প্রবৃদ্ধির হার, পরিকাঠামো নির্মাণ, ডিজিটাল পরিষেবার বিস্তার, শিল্প ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ—বিভিন্ন সূচকে ভারতের পরিবর্তন দৃশ্যমান। কিন্তু উন্নয়নের আসল প্রশ্নটি অন্য জায়গায়। এই অগ্রগতির সুফল কতটা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পৌঁছেছে? উন্নয়নের পথে একটি বাধা রয়েছে, যার আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম—আমলাতন্ত্রের অতি-ক্ষমতাবিস্তার। গণতন্ত্রে সরকার নির্বাচিত হয় মানুষের ভোটে। নীতি নির্ধারণের রাজনৈতিক দায়িত্বও নির্বাচিত সরকারের। কিন্তু বাস্তবে বহু ক্ষেত্রে অভিযোগ ওঠে, নির্বাচিত সরকারের পাশাপাশি প্রশাসনের একটি অংশ নিজেদের মতো করে একটি ‘সমান্তরাল সরকার’ তৈরি করে ফেলে। ফাইল, অনুমোদন, বরাদ্দ, প্রকল্প, নিয়োগ থেকে শুরু করে ত্রাণসামগ্রী বণ্টন—প্রশাসনিক ক্ষমতার এই বিস্তার কখনও কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে নির্বাচিত প্রতিনিধির ভূমিকাই গৌণ হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়েও এমন অভিযোগ নতুন নয়। বিশেষ করে তৃণমূল আমলে ত্রাণসামগ্রী-সহ বিভিন্ন সরকারি সামগ্রী ও প্রকল্পের বণ্টনকে ঘিরে প্রশাসনিক স্তরে প্রভাব, অনিয়ম এবং রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক যোগসাজশের অভিযোগ বারবার সামনে এসেছে। অভিযোগকারীদের বক্তব্য, এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি অংশও অনেক সময় নীরব থেকেছে। কারণ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ‘কলাটা-মুলোটা’ যদি পৌঁছে যায়, তাহলে ক্ষমতার বাস্তব সুবিধা ভোগ করতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রয়োজন

কমে যায়। এই সংস্কৃতির আরও একটি বিপজ্জনক দিক হল ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে ক্ষমতার যোগ। বড় বাড়ি, বড় গাড়ি, জীবনযাপনের ক্রমবর্ধমান আড়ম্বর—এসব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে তার উত্তর শুধু বেতন দিয়ে দেওয়া যায় না। প্রশাসনের কোনও অংশ যদি রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থেকে নিজেদের প্রভাববলয় তৈরি করে, তাহলে তা গণতন্ত্রের জন্য গুরুতর বিপদ। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, সরকার পরিবর্তন হলেও এই প্রশাসনিক সংস্কৃতি সবসময় পরিবর্তিত হয় না। কিছু আমলা যদি মনে করেন নির্বাচিত সরকার আসবে-যাবে, কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রটি তাঁদের হাতেই থাকবে, তাহলে সেটি গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিকর সংকেত। কারণ আমলাতন্ত্র সরকারের সহায়ক—সরকারের বিকল্প নয়। ভারতের সামনে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রশ্ন নেই; রয়েছে প্রশাসনিক জবাবদিহির প্রশ্নও। উন্নয়ন তখনই মানুষের কাছে পৌঁছবে, যখন সরকারি অর্থ, প্রকল্প এবং পরিষেবার প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা থাকবে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রশাসনের দায়িত্বের সীমারেখা স্পষ্ট থাকবে। সরকারের নীতি গুরুত্বপূর্ণ, আমলাতন্ত্রের দক্ষতাও অপরিহার্য। কিন্তু দুটির সম্পর্ক হওয়া উচিত নির্বাচিত সরকারের নীতি এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষ বাস্তবায়নের সম্পর্ক—ক্ষমতার দুটি সমান্তরাল কেন্দ্রের নয়। সংখ্যা উন্নয়নের প্রমাণ হতে পারে, কিন্তু মানুষই উন্নয়নের চূড়ান্ত মাপকাঠি। আর সেই মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছতে হলে শুধু সরকারকে নয়, প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রতিটি স্তরকেও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। নইলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে দেশকে এগিয়ে দেওয়ার কাজ নিরন্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী করে চলেছেন, তার সুফল খাবে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অংশীদাররাই।

গবেষণাগার থেকে বাজারে প্রযুক্তি পৌঁছাক- জিতেন্দ্র

কলকাতা: মহানগরের গণ্ডি পেরিয়ে দেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির শহরগুলিতে ছড়িয়ে থাকা নবউদ্যোগের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় প্রযুক্তিকে গবেষণাগার থেকে বাজারে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) জিতেন্দ্র সিং। কলকাতায় ষষ্ঠ রাইজ সম্মেলন ২০২৬-এর উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি বলেন, বিজ্ঞান, নবউদ্যোগ ও শিল্পের মধ্যে আরও শক্তিশালী যোগসূত্র গড়ে তোলা জরুরি। মন্ত্রী জানান, ভারতের ৫০ থেকে ৬০ শতাংশেরও বেশি নবউদ্যোগ মহানগরকেন্দ্রিক নয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির শহরগুলির তরুণ উদ্ভাবকেরা অনেক ক্ষেত্রেই বড় শহরের প্রতিযোগীদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছেন, এমনকী এগিয়েও যাচ্ছেন। তাই প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের পরিকাঠামোকেই ছোট শহর ও আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির কাছে পৌঁছে দিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। জিতেন্দ্র সিং বলেন, গবেষণাকে শুধু গবেষণাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। গবেষণার ফলকে উদ্যোগ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, বাণিজ্যিকীকরণ এবং বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োগের দিকে নিয়ে যেতে হবে। এই লক্ষ্যেই রাইজ সম্মেলনে নবউদ্যোগ,

শিল্প সংস্থা, গবেষক, সম্ভাব্য পরামর্শদাতা ও সরকারি প্রতিনিধিদের একই মঞ্চে আনা হয়েছে। কলকাতাকে সম্মেলনের স্থান হিসেবে বেছে নেওয়ার তাৎপর্যও তুলে ধরেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ভারতের বিজ্ঞান ও শিক্ষার ইতিহাসে বাংলার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিধানচন্দ্র রায়, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, সি. ভি. রমন এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্ব ও একাধিক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, কলকাতার বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যকে নতুন প্রযুক্তি ও উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করে শহরটিকে ফের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের। কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র-সরকার পদ্ধতি ক্রমশ সমগ্র-বিজ্ঞান পদ্ধতিতে রূপ নিচ্ছে বলেও জানান জিতেন্দ্র সিং। তাঁর মতে, সিএসআইআর-এর বিভিন্ন গবেষণাগার, আইআইটি খড়্গাপুর, আইআইএসইআর কলকাতা, এনআইটি দুর্গাপুর, অটল টিঙ্কারিং ল্যাব এবং জৈবপ্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পরমাণু শক্তি ও ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় পূর্ব ভারতে একটি শক্তিশালী জ্ঞান-করিডর তৈরি করতে পারে।



মাদক রোধে সর্বশক্তি নজর ডেথ ট্রায়াঙ্গেল ও ডেথ ক্রিসেন্টে

পানাজি: ২০২৯ সালের মধ্যে ‘মাদকমুক্ত ভারত’ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী তিন বছরের জন্য সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রবিবার গোয়ার রাজধানী পানাজিতে মাদক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায়মন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মাদকবিরোধী লড়াইকে এখন জাতীয় নিরাপত্তার অগ্রাধিকার হিসেবে দেখা হচ্ছে। অমিত শাহ জানান, জুলাই ২০২৬ থেকে জুলাই ২০২৯ পর্যন্ত তিন বছরের জন্য তৈরি এই রূপরেখায় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২৬ থেকে ২০২৯—এই সময়কে ‘মিশন মোডে’ রেখে বিভিন্ন মন্ত্রককে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হবে। নির্ধারিত ফলাফলের ভিত্তিতে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রতি ত্রৈমাসিকে পর্যালোচনাও হবে। মাদকবিরোধী অভিযানের জন্য চারটি প্রধান স্তম্ভ নির্ধারণ করা হয়েছে—গোয়েন্দা তথ্য ও অভিযানভিত্তিক প্রয়োগ, মাদক তৈরির উপাদান ও কৃত্রিম মাদক নিয়ন্ত্রণ, মাদকের চাহিদা ও ক্ষতি কমানো এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমন্বয়। এই চারটি স্তম্ভের আওতায় মাদক চক্রের মূল হোতারদের বিরুদ্ধে তথ্যভিত্তিক নথি তৈরি, পাচার নেটওয়ার্কের উৎস ও গন্তব্য অনুসন্ধান এবং বাণিজ্যিক পরিমাণের প্রতিটি মামলায় আর্থিক তদন্ত জোরদার করা হবে। সীমান্ত ও প্রবেশপথে নজরদারি আরও জোরদার করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। বিএসএফ, সিআইএসএফ, ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী, শুল্ক দফতর এবং ডিআরআই বুদ্ধিভিত্তিক নজরদারি চালাবে। স্থলসীমান্ত, বন্দর, বিমানবন্দর এবং পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে স্ক্যানার ব্যবহারের

মাধ্যমে নজরদারি আরও শক্তিশালী করা হবে। অন্যদিকে সিবিআই, বিদেশ মন্ত্রক ও ইন্টারপোল বিদেশে পালিয়ে থাকা অপরাধীদের দেশে ফিরিয়ে আনার কাজ করবে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা মাদক কারবারের অর্থের গতিপথ অনুসরণ করবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, মাদক কারবারের বিরুদ্ধে তদন্তের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। ছোট পরিমাণ মাদক বাজেয়াপ্ত হলেও তার উৎস পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার সীমান্তে বড় চালান ধরা পড়লে তা কীভাবে ছোট ছোট প্যাকেটের মাধ্যমে যুবসমাজের কাছে পৌঁছানোর কথা ছিল, সেটিও অনুসন্ধান করা হচ্ছে। অর্থাৎ নীচ থেকে উপর এবং উপর থেকে নীচ—দুই দিক থেকেই তদন্ত চালানো হচ্ছে। অমিত শাহের দাবি, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে প্রায় ২৬ লক্ষ কেজি মাদক, যার আনুমানিক মূল্য ৪০ হাজার কোটি টাকা, বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ২০১৪ থেকে ২০২৬-এর মধ্যে সেই পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ১৯ লক্ষ কেজির বেশি, যার মূল্য প্রায় ১ লক্ষ ৮৯ হাজার কোটি টাকা। একই সময়ে ধ্বংস করা মাদকের পরিমাণও ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার কেজি থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৮ লক্ষ ৬৮ হাজার কেজি। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ‘নেশামুক্ত ভারত অভিযান’-এর আওতায় ইতিমধ্যে ২৫ কোটি মানুষকে মাদকবিরোধী শপথে যুক্ত করা হয়েছে এবং চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করার দাবি করেছে কেন্দ্র। দেশজুড়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সংখ্যা তিন গুণ বাড়িয়ে ১,৭৫১টি করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই কাজে প্রায় ১০ হাজার

স্বেচ্ছাসেবক যুক্ত হবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রক, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করা হচ্ছে। এনসিসি, এনএসএস এবং ‘মাই ভারত’-এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক ‘নেশামুক্তি মিত্র’ তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যে প্রতিটি রাজ্যে পরিকাঠামো-সমৃদ্ধ মাদকবিরোধী বিশেষ বাহিনী গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। মাদক কারবারের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের যোগসূত্রের কথাও তুলে ধরেন অমিত শাহ। তাঁর বক্তব্য, মাদক থেকে অর্জিত অর্থ সন্ত্রাসবাদে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং বহু দেশে নারকো-টেরর নেটওয়ার্ক সক্রিয়। এই কারণে মাদকবিরোধী অভিযানকে শুধু আইনশৃঙ্খলার বিষয় হিসেবে না দেখে জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অমিত শাহ আরও জানান, ২০১৯ সালে চার স্তরের এনসিওআরডি ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। ৪৬টি দেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চুক্তি হয়েছে। ২০১৯ থেকে জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত ৩৬টি দেশ থেকে ২৭৪ জন পলাতক অপরাধীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। গত তিন বছরে ৪০১টি রেড কর্নার নোটিস জারি হয়েছে। পলাতকদের সম্পত্তি হিসেবে প্রায় ১৭,৮৭৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা জব্দ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, বিদেশিরা ভারতে স্বাগত, কিন্তু মাদক নিয়ে নয়। ‘ডেথ ট্রায়াঙ্গেল’ ও ‘ডেথ ক্রিসেন্ট’ নামে পরিচিত মাদক পাচারের রুটগুলির মাধ্যমে দেশে মাদক প্রবেশ রুখতে চারমুখী কৌশল নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রচুর মাদকদ্রব্য সিজ করা হয়েছে। নকশালবাদকে দমন করার মতোই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মাদকের সমস্যাও নিমূল করার লক্ষ্য নিয়েছে কেন্দ্র।

নয়া মানচিত্র

প্রথম পাতার বাকি অংশ

তবে বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমান রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবটি রাজনৈতিক মানচিত্র বা বিতর্কিত ভূখণ্ডের মালিকানা নির্ধারণ করছে না। ফলে নেটিজেনদের এই আশঙ্কা এখনও ভবিষ্যৎ মানচিত্রের সম্ভাব্য উপস্থাপনাকে ঘিরে প্রশ্ন হিসেবেই রয়েছে; রাষ্ট্রপুঞ্জের গৃহীত প্রস্তাব থেকে এমন কোনও সিদ্ধান্ত সরাসরি টানা যায় না বলেই মনে করছেন ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট, ধারাবাহিক এবং আপসহীন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের এই প্রস্তাবে সমর্থন সেই অবস্থানের কোনও পরিবর্তন নির্দেশ করে না।

ছাইয়ে বিধবস্ত

প্রথম পাতার বাকি অংশ

সালে আনাক ক্রাকাতাউয়ের অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সৃষ্ট সুনামিতে জাভা ও সুমাত্রায় ৪০০-রও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন। ‘ক্রাকাতাউয়ের সন্তান’ অর্থে পরিচিত আনাক ক্রাকাতাউ প্রায় এক শতাব্দী আগে পুরনো ক্রাকাতাউ আগ্নেয়গিরির ধ্বংসাবশেষের এলাকায় গড়ে ওঠে। ১৮৮৩ সালের ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতে পুরনো ক্রাকাতাউ কার্যত ধ্বংস হয়ে যায় এবং পরবর্তী সুনামির ধারাবাহিকতায় ৩৬ হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারান।

গঙ্গায় ডুব

ঋষিকেশ: জম্মাষ্টমীর সপ্তাহান্তে ঋষিকেশে গঙ্গায় তিনবার ডুব দিলেন ভারতে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ওনো কেইচি। গঙ্গাস্নানের অভিজ্ঞতাকে তিনি ‘সত্যিই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত’ বলে বর্ণনা করেছেন। সমাজমাধ্যমে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে জাপানি রাষ্ট্রদূত জানান, ঋষিকেশে গঙ্গায় সম্পূর্ণভাবে তিনবার ডুব দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। জম্মাষ্টমীর সপ্তাহান্তে শতাব্দীপ্রাচীন বিশ্বাস ও ঐতিহ্য অনুসরণকারী মানুষের মধ্যে থেকে তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক সংযোগের অনুভূতি হয়েছে।

চমৎকার উপগ্রহ স্বাস্থ্য

শ্রীহরিকোটা: পৃথিবী পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ ইওএস-০৫-এর কক্ষপথ উন্নীতকরণের দ্বিতীয় পর্ব সফলভাবে সম্পন্ন করল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। ৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টায় এই কক্ষপথ পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন হয়। ইসরো জানিয়েছে, এই পর্বে উপগ্রহের এলএএম ইঞ্জিন ৩৩৮.৯ সেকেন্ড জ্বালানো হয়। কক্ষপথ পরিবর্তনের পর ইওএস-০৫-এর আনুমানিক সর্বোচ্চ কক্ষপথ বিন্দু বা অ্যাপোজিট্টা ডাঁড়িয়েছে ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার। ইসরোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কক্ষপথ উন্নীতকরণের পর উপগ্রহটির স্বাস্থ্য স্বাভাবিক রয়েছে। ইওএস-০৫-কে নির্ধারিত ভূস্থির কক্ষপথের দিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ারই অংশ এই কক্ষপথ উন্নীতকরণ অভিযান। সেপ্টেম্বরের শুরুতে জিএসএলভি-এফ১৭-এর মাধ্যমে উৎক্ষেপণের পর উপগ্রহটিকে কক্ষপথে পৌঁছে দিতে ধারাবাহিকভাবে কক্ষপথ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছে। ইসরোর এই

কক্ষপথ উন্নীতকরণ অভিযান সফল হওয়ায় ইওএস-০৫-কে পরবর্তী পর্যায়ের কক্ষপথে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সম্পন্ন হল। ইওএস-০৫ উৎক্ষেপণের আগে শ্রীহরিকোটা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের উপস্থিতি নিয়েও বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। তাঁর সফরের পরই নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী উপগ্রহটি সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। তবে এই সফর এবং উৎক্ষেপণের সাফল্যের মধ্যে সরাসরি কোনও কার্যকারণ সম্পর্কের কথা ইসরোর পক্ষ থেকে বলা হয়নি। শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণের পর ধাপে ধাপে কক্ষপথ উন্নীত করে নির্ধারিত ভূস্থির কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ৫ সেপ্টেম্বর প্রথম কক্ষপথ উন্নীতকরণ সফল হওয়ার পর ৬ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় ধাপও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। ফলে ভারতের প্রথম ভূসমলয় কক্ষপথে পরিচালনযোগ্য উপগ্রহকে চূড়ান্ত কক্ষপথে পৌঁছে দেওয়ার আগে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা অতিক্রম করল ইসরো।



বোঝা যখন চাপবে মাথায়...